



কাচ

গল্প: প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছবি: শুভ চক্রবর্তী





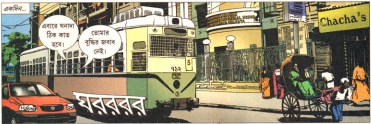
তিলোত্তমা কলকাতা। তিনশো বছরে পা দিল এই
সেনি। ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী এই মহানগরী।
এখানেই অখ্যাত কনসাল্ট নজর সেনের এক
মেসপাড়িতে আমাদের আসন। আমরা শিশির, শিবু
খৌর ও সুবীর। আর থাকেন ঘনাদা। পুরো নাম
ঘনেশ্বর দাস। রোগা, লম্বা চেহারার ঘনাদা যখন
বাক্যখুঁচি বলার আড্ডেভাঙারের গল্প শুরু করেন, তখন
থ হয়ে যায় আমরা।

কাচ

গল্প: প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছবি: শুভ্র চক্রবর্তী







বুম্



এই সময় একদিন হার্লিনের রাইখস্ট্যাগে হিটলারের গান সফর করে...



আগামী শীতে
আমেরিকায় আটম
বোমা ফেলছি, একথা
গভীর গুরু হয়ে গিয়েছে,
যের ভূমিগার।

বোমা কিন্তু
এখনও তৈরি করা
যাচ্ছে, যের
গোয়েবলস।

http://mangramdani.blogspot.com

অ্যাডলফ হিটলার ও তার সঙ্গীদের মন্ত্রী ভর গোয়েবলস।



নিম্নে কথা বারবার
আওড়ালে তা সঠিক হয়ে
ওঠে। ওরা ভর কাটিয়ে
ওঠার আগেই আমরা
বোমা তৈরি করে ফেলব।

হ্যাঁ, এটা
আপনার নিজের তত্ত্ব।
বাস্তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা
কত দূর বী করছে, তা
এখনই খোঁজ দিন।

এখনই লোক
পরিচিতি ভুগেয়ার।



কর্তার হো
হুকুম করেই খালস।
বিজ্ঞানীদের এবার পাই
কোথায় বসে হো?

গ্যাসেনফেন
বিশ্ববিদ্যালয়ে,
হাসিরাম।



পপলার, বার্ড আর এলম গাছের ছায়ায়
খোরা ছোট, শান্ত জনপদ গ্যাসেনফেন।
এখানেই পৃথিবীর অন্যতম সেরা বিজ্ঞান
সাধনার জায়গা, এই বিশ্ববিদ্যালয়।

হুই হুই হুই

ভিতরে নোবেল বিজয়ী বৃদ্ধ অধ্যাপক অটো হান বিজ্ঞান সাধনায়
মহা। নাথানি সেনার হান্য মিল তাঁর মতে।



যের সোফেসর
হান, ভূমিরার
আপনাদের
ফোকসেন।

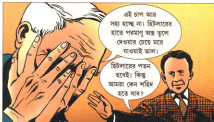


অটম বোমা
তৈরি করার
নিচে? বলে দাও,
যাব না।

অজ্ঞে
সোফেসর, ওরা
জনকে পেলে খুন
করবে।

http://mangramdani.blogspot.com

বিজ্ঞানী ওয়াইনস্টেইন। মোক্ষের হৃদয়ের সহকর্মী।





এই সময় পৃথিবীর আর-এক প্রান্তে, আমেরিকার ডালাসে...

গোঁওওওওও

যাত্রীরা সিটিকেট বেঁধে নিন। আমরা ডালাস বিমানবন্দরে নামছি।





আমেরিকার বিভিন্ন
জায়গার যোগে এই
পরীক্ষার কাজ চলছে। নাম
সেওয়া হয়েছে ম্যানহাটন
প্রজেক্ট।

আমরা কি নিউ
মেক্সিকোর সিকে
চলেছি?

হুই হুই হুই



রিকিই ধরেছেন।
নিউ মেক্সিকোর লস
আলামোস হল এই
প্রকল্পের অন্যতম প্রধান
কেন্দ্র।

সেখানেই বাকি
বিদ্বানরা আপনাকে
পুঁকিয়ে বলছি।

হুই হুই হুই



লস আলামোসে পৌঁছে...

নিরাপত্তা
ব্যবস্থা দেখছি
খুবই কড়া!



লস আলামোসের ফ্লোর...

আসুন মিঃ জন,
বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ
করিয়ে দিই—

মিঃ বিলস বোর, মিঃ
লিও ভিলার্ড, মিঃ
এরিকো ফার্মি, মিঃ
ম্যাক গ্রাহাম।

হ্যাঁলো,
একত্রিবিতি!

হাই, মিঃ
জন।

হ্যাঁলো, মিঃ
জন।

হ্যাঁলো, মিঃ
জন।



আর, ইনি
বিজ্ঞানী রবার্ট
ওপেনহাইমার।

নমস্কার,
মিঃ জন।

নমস্কার!



ওপেনহাই আপনি
সংস্কৃত সাহিত্যেও
পণ্ডিত!

আরতবর্ষকে
আমি সজ্ঞা করি।
আসুন, আপনাকে
সেখাই।







বেশ কিছুদিন পরে...

হ্যাঁলো, ক্যাপ্টেন
টোগার। ইউ-৭৭২ বলছি।
নিকপল্লবেই চলছি এখনও
পরিষ্কার। ওকাল।

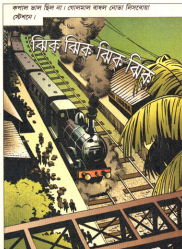
জজজজজজ

কিছু একদিন ঘন কুয়াশার আড়ালে জল থেকে মাথা তুলতেই বিশদ ছবিতে এস।













এসে পৌঁছানাম অয়েলসেলার শেষ জায়গে, লুয়াও টেইশনে।

আশা করি
আমার অনুচর নোয়ালা
এতক্ষণে খবর পেয়ে
বিদ্যেছে।



তোমার ভার
পেয়েছি নোয়ালা,
সব তৈরি।

এবার কিন্তু
অনেক দূর, কুয়াজা
নদীর উৎসে বিহে
পাহাড়ের দিকে।



তোমার
ভালু, বাবার জিনিস,
জলের জায়গা
পড়িয়ে আছে।

কিন্তু তাকে
নিশেছে কেন
নোয়ালা?

এই সব দুর্গম
জায়গার ঢাকের বোলোই
খবর পঠানো হয়
নোয়ালা! কল্যা যাহ না, কখন
সরকার পড়ে!



বাবা, তোমার এই
বিশ্ব আমের কাছে
নাগবে!

বাড়ির রাজা ফুরিয়ে গেলে, বাড়িটা হঠাৎপথে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না।



আমরা ওই
উপরে ভালু
বাড়িবে।

নোয়ালা, তুমি
এবার থেকে লাক
রাখো।

ঠিক আছে,
নোয়ালা।

লিঙ্গ
সেখানে ঠিক
যেমন বলেছি,
ভেতরই করবে।



© International Library of Children's Literature





The Original Phagurandol Release









Let's begin our grand story...

এদিকে কোতোয়ালীতে খোয়ালার চাকর শব্দ ক্রমশ ঘুরে ছড়িয়ে পড়ে।



আরা মল বেঁচে আক্রমণ করতে আসে।





As Criminal Charge/Defendant Victim





শ্রী মণ্ডল (শ্রীমন্ডল) স্ট্রিপ

কিন্তু বিপদ যে এদিকে ওর পেতে বসে আছে, সেটা তারা ভাবতেও পারেনি।



ওগি চন্দাভেই গোরিলার আও ভরাকর হতে ওঠে।



Non-Original phargramdevi's Blogspot

গোরিলার আক্রমণে নাথনি দু'জনের নিহত দেহ পড়ে রইল বিহে পাহাড়ের ধারে। সাক্ষী রইল রক্তমাখা মাংশ আর পিচব্রেকের টুকরো।



এদিকে...







সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে আমি শুকনো ঘাসের ডাল জ্বলিয়ে দিলাম।



শ্রী Olegorov (Babuganov) এর ইচ্ছা

দূরত্বের ছোট কাতই সে যাত্রা আমাদের জাপ ঘটান। সেখানে আগুনের শিখা দেখে জড়িরা পালিয়ে গেল।



স্বাক্ষর মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে প্যাপেন তখন এক অন্য মানুষ।



১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট



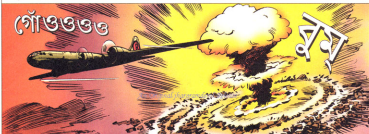
কাজ শেষ। এবার ফেরার পন্থা। আফ্রিকার জাকান্দে তখন ঢলে পড়া দুই রং ছড়িয়েছে।



সব বিজ্ঞানীর অনুসন্ধ উপেক্ষা করে তঁর সরকার জাপানে পরমাণু বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৫-এর ৬ অগস্টে হার্কিন বোমারু বিমান এনেলা যে বোমা ফেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু ততদিনে জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।



সেদিন জাপানের হিরোশিমা শহরে শুক হাঙ্গা দুকুর মিছিল। ইউরেনিয়াম বোমা 'ফাট ম্যান'-এর বিস্ফোরণে যেন হাজার সূর্য জ্বলে উঠল। অকাণ্ড আওয়াজে গোলা ছিটকে গেল অকাশে। ঘণ্টায় এগু হাজার মাইল বেগে কত বইতে শুক করল। সেমে এল রেজাল্টিয় কালো বুটী। দুহুংজত মানুসের কনভার সোভ ডিরকালের মতো কলভিত করে দিল মনব সভ্যতার ইতিহাসকে।



ত্রিদিবির পর একইভাবে বিস্তৃত হয়ে গেল জাপানের আর-একটি শহর। ইউরেনিয়াম বোমা 'ফিটল বম্ব'-এর আঘাতে এগু হাজার মিলিহ মানুসসহ কুলোর মিশে গেল নাগাসাকি। 'মু' লক্ষেরও বেশি লোকের দুকুর জ্বলত রেজাল্টিয় বিস্তরণে অসংখ্য মানুস বিকলাক হয়ে গেল। মার্কিন বর্বরতার নিদান দুখর হয়ে উঠল সারা বিশ্ব। কিন্তু সে অন্য কাহিনি। পরে আর-একদিন বলব।



খনকো গল্প শেষ করলেন।



আরেকদম।
সম্পদ হয়ে গেল যে।
এতকালে বেশ হয়
ভোমাসের বজ্রি জ্বালের
অভিবেগিতা। শেষ হয়ে
থিয়েছে।

